দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 09 DEC 1995
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫

২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা প্রসঙ্গে বিকল্প প্রস্তাব

বাংলাদেশে ৬৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩১ হাজারে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। দেশে জনসংখ্যা বাড়বে। এদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনও উল্লেখযোগ্য শিশু পড়ছে না বা পড়ার সুযোগ তাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।

সরকার বেশ কিছু নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। এটা কার্যকর করতে প্রায় ৮ বছর সময় লাগবে বলে পত্রিকান্তরে এক সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে।

তা হলে ২০০০ সালের মধ্যে কিভাবে সকলকে সাক্ষরতাসম্পন্ন করা হবে? সরকারের এই প্রতিশ্রুতি কল্পনাপ্রসূত বলে মনে হয় মোট জিএনপি'র বাংলাদেশে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের অনুপাত জিএনপির মাত্র শতকরা ২১ ভাগ।

সুতরাং সরকারি পরিকল্পনা ২০০০ সালে সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আসার প্রস্তাব হল যে গ্রামের মসজিদগুলো যেগুলো একেবারেই জরাজীর্ণ তার কিছুটা সংস্কার করে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা প্রদান। কারণ, প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে মসজিদ রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাইরে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে এভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

এই মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় সমাজ শিক্ষা, বাংলা ভাষায় লিখন, পঠন, ও হিসাব নিকাশ রাখার মতো শিক্ষা দান।

মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য ধর্মবলাীর স্ব স্ব উপাসনালয়ে নিজস্ব ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম শিক্ষা ও বাংলা ভাষায় লেখাপড়া হিসাব-নিকাশ করার যোগ্যতা অর্জনের জন্য এভাবে সাক্ষর করে তোলা সম্ভব।

নামাজ শিক্ষার ক্ষেতে আরবী ভাষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়গুলোর বাংলা অনুবাদের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানস্পৃহা বাড়বে।

ইঞ্জিনিয়ার এম,এন ইসলাম
(অবঃ) রেল কর্মকর্তা
এল/১২৪,সেগুনবাগান
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।